Vol. II, Issue-I, 2022

SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY

PEER REVIEWED

# বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ - মানবিক মুখের সন্ধানে

সবরি সেন

**সারসংক্ষেপ**

মধ্যযুগের শেষে রেনেসাঁর কাল হল ভাববাদকে সরিয়ে রেখে যুক্তিবাদের প্রসারের কাল। এই সময়ে বাংলার নবজাগরণের পথিকৃৎ হিসাবে যে নাম সর্বাগ্রে মনে আসে তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং রাজা রামমোহন রায়। কিন্তু প্রায় এক যুগের ব্যবধান হলেও একই সারিতে বসতে পারেন বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথের মত মনীষীরাও। বিদ্যাসাগর জন্মেছিলেন ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে এবং রবীন্দ্রনাথ জন্মান ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন ইহলোক ত্যাগ করেন তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল প্রায় ত্রিশ বছর। বলাবাহুল্য, এঁরা সবাই ছিলেন যুগের চেয়ে অনেক এগিয়ে। এঁরা বেঁচেছিলেন দৈনন্দিন হিসেব-নিকেশের বাইরে, মননের তাগিদে ।

আজ যখন লোভ, স্বার্থের হানাহানি ক্ষমতার ঢক্কানিনাদে চারিদিকের বাতাস ভারী হয়ে আসে তখন খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে তাঁদের প্রয়োজনীয়তা আরো একবার বড় বেশি বলে মনে হয়। এই লেখা মূলতঃ বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে। এই দুজনের মধ্যে অন্যতম পার্থক্য বোধ হয় এটাই যে, বিদ্যাসাগর জন্মেছিলেন মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমায় নিতান্তই গ্রাম্য পরিবেশে অসীম দারিদ্র্যতার মধ্যে এবং রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে, বেড়ে উঠেছেন অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্য দিয়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই দুই মহাপুরুষের জীবনের মূল সুর কোথায় যেন একই তারে বাঁধা হয়ে আছে। এই প্রবন্ধের আলোচ্য মূলতঃ সেই সুরটিকে খুঁজে পাওয়া।